সংবাদ

তারিখ ... AUG 2 5 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষায় নানা প্রতিবন্ধকতা

মাদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিশু মম (১০) 'মিৎ, বার, পে, পোন, মড়ে' পড়তে পারলেও এক দুই তিন চার শখতে তার অনেক কষ্ট। ক্লাসে শক্ষকের কথা সে বোঝে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তাই কয়েকদিন স্কুলে গিয়ে এখন আর যায় না। সমর মতো আদিবাসী বহু শিশু ভাষাগত সমস্যার কারণে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে। ভাষাগত ভিন্নতার কারণে তারা হারাচ্ছে শিক্ষার আগ্রহ।

মাদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। কয়েক বছর রাজশাহীতে সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়ার জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল চালু হয়েছে মাত্র। তাই প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাদিবাসী শিশুদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসরকারি অক্সফাম পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ।

একথা ঠিক যে দেশে ২৫ লাখ মাদিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, কেয়ার ও আইসিডিপির এক গবেষণায় দেখা যায়, বাঙালি শিশুদের তুলনায় আদিবাসী শিশুরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে চাকমা ও গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও অন্যদের অবস্থা উল্লেখ করার মতো নয়। ২৫ লাখ আদিবাসীর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হলো শিশু-কিশোর। আদিবাসী শিশুদের এ বিশাল অংশকে বাদ দিয়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি কতটুকু সফল হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

গত দুই দশকে দেশে সাক্ষরতা হার বেড়েছে। কিন্তু আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে তেমন কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে নেয়া হয়নি। বেসরকারি কিছু সংস্থা আদিবাসী শিশুদের শিক্ষিত করার কাজ করছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, কেয়ার, আশ্রয় ও অক্সফাম। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ সুযোগ খুবই কম।

রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিরুপা দেওয়ান বললেন, 'নিজস্ব ভাষায় কোন বিষয় যত সহজভাবে বোঝা যায় অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। আদিবাসী শিশুরা যখন স্কুলে যায় তখন প্রচলিত বাংলা ভাষা তাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়। তাই তারা স্বাভাবিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না।' তার মতে, সময় এসেছে আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শুধু ভাষাগত সমস্যা নয়, আদিবাসী শিশুরা লেখাপড়া করতে পারছে না নানা কারণে। খুমী, ম্রো, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, খিয়াং, ওরাঁও, পাহান, মালো, মাহাতো, বম, ত্রিপুরাসহ সব আদিবাসী গোষ্ঠীর রয়েছে অনেক সমস্যা।

মহেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রাঙ্গামাটি জেলার সাপছড়ি গ্রামে বাস করেন। তার

ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। তিনি বললেন, 'চার কিলোমিটার দূরে স্কুল। প্রতিদিন এত দূর রাস্তা হেঁটে স্কুলে যাওয়া এবং সারা দিন না খেয়ে থাকা তাদের জন্য কষ্টকর।' তিনি জানান, বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ছড়া পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়া ছোট শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিজু মুরমু রাজশাহীর নওগাঁ জেলায় বাস করেন। তিনি বললেন, 'অভাবের কারণে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারি না। আমাদের আগে পেটের সমস্যা সমাধান করতে হবে, তারপরে অন্য চিন্তা।'

ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর [illegible] জাবারাং কল্যাণ সমিতির প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ সভার প্রতিবেদনে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা সঙ্কটের কারণ হিসেবে কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব, অভিভাবকদের অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষকের অভাব, গ্রামভিত্তিক বিদ্যালয়ের অভাব, আর্থিক সঙ্কট, পেশাগত সমস্যা ইত্যাদি। বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (বিএসডিও) এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবহেলাও আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। শিক্ষকরা ধরে নেন আদিবাসী শিশুদের পক্ষে শিক্ষা অর্জন অসম্ভব নয়। তাদের ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসতে দেয়া হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হাজিরা খাতায় তার নাম পর্যন্ত লেখা হয় না। আবার অনেক সময় আদিবাসী শিশুদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এরূপ নেতিবাচক আচরণ আদিবাসী শিশুদের বিদ্যালয়ে যেতে নিরুৎসাহিত করে এবং তারা শিক্ষা অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

আদিবাসী বিষয়ক গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক সৌরভ সিকদারও মনে করেন আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। তবে তিনি বললেন, 'পৃথিবীর সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের রয়েছে নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। আর শিশুর দৈহিক, মানসিক ও মানবিক বিকাশের স্বার্থে নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুরা তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।' তার মতে, বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরির মাধ্যমে তাদের জন্য নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু করতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্কুল [illegible] পাশাপাশি তাদের নিজস্ব [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। [illegible] প্রদানে [illegible] একটি আদিবাসী শিশুও শিক্ষার বাইরে থাকবে [illegible] যেতে হবে সবাইকে [illegible]

❑ সালমা আফরোজ মুন্নী
নিউজ [illegible]